দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 06 MAR 1998
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

'আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতা দিতে চাই'

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কাঠামোগত এবং আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করিয়া গড়িয়া তোলাই তাঁহার সরকারের নীতি। যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সৃজনশীল গবেষণার চমৎকার কেন্দ্রে পরিণত হইতে পারে। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের নিকট আমাদের প্রতিশ্রুতি হইতেছে মানবসম্পদের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে শিক্ষার ব্যবহার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল চট্টগ্রাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতি হাসপাতাল'-এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং শিশু ওয়ার্ডের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন।

আমরা

(শেষ পৃঃ পর)

শেখ হাসিনা আগামী শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর তাঁহার সরকারের বিশেষ জোর দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সালাউদ্দিন ইউসুফ, জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম ও এমএ সালাম বক্তৃতা করেন। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী এএইচকে সাদেক, শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী আবদুল মান্নান, বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, তাঁর সরকার বর্তমান অর্থবছরে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা খাতে ৪৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্লেনেটারিয়াম, এটমিক মেডিকেল সেন্টার, রূপপুর এটমিক প্রজেক্টর এবং বায়োগ্যাস প্রজেক্ট বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্বায়ত্তশাসন দিয়াছিলেন। তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনতা দিতে চাই। তিনি বলেন, অনিয়ম এবং জনগণের দুর্ভোগ লাঘবে আমরা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়কে আইনের শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে চাই। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা ৩০ ভাগ ছাত্র বিদেশী জানিতে পারিয়া খুশী হন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সংঘাতের পরিবেশ পরিহার করিয়া স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পার্বত্য শান্তি চুক্তি করিয়াছেন। তিনি শান্তি চুক্তি বিরোধিতাকাধিদের সমালোচনা করিয়া বলেন, শান্তি চুক্তির ফলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হইবেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা এখনও প্রতিষ্ঠা করিতে পারি নাই। তিনি বলেন, সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় আমরা অবশ্যই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিব।